Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 56 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 56 - 62
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

মন্দাক্রান্তা সেনের ছোটগল্প : রাজনৈতিক হিংসা

রুপন কুমার বর্মন
Email ID: Rupam.barman6@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
মন্দাক্রান্তা সেন, মন্দাক্রান্তা সেনের ছোটগল্প, রাজনৈতিক হিংসা, রেলগাড়ি গল্প, দুর্ঘটনা খবর গল্প, প্রজন্ম গল্প।

Abstract
বাংলা সাহিত্যে কবি হিসাবে পরিচিত মন্দাক্রান্তা সেন একজন সুনামপ্রসিদ্ধ গল্পকার। তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলি বর্তমান সময়ের পাঠককে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ও চাওয়া-পাওয়াকে তিনি গল্পের বিষয় করেছেন। সমাজে বহমান নারী নির্যাতন, রাজনৈতিক নোংরামি, বিষমদে মানুষের মৃত্যু, লটারির নেশায় জীবনের সর্বস্ব হারানোর বেদনা, সমকামিতার সম্পর্ক, রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্রকরে হাসপাতাল আক্রমণ, প্রভৃতি বিষয় তাঁর ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে। নিজের গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে 'কলকজা' গল্প গ্রন্থে জানিয়েছেন- 'দিলদরিয়ার মাঝে দ্যাখো আছে মজার কারখানা। সেই কারখানার কলকজাটিকেই বিধৃত করা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে'।

আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জনগণ তাদের মত প্রদানের মাধ্যমে দেশনেতাকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু অনেক সময় ক্ষমতা লোভের আশায় রাজনৈতিক নোংরামি চোখে পড়ে। রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা মানুষ ভুল পথে চালিত, মানুষ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ও রেষারেষির কাজে লিপ্ত। রাজনৈতিক দাঙ্গা ও এর ফলে বাড়িতে আগুন দেওয়া, কলেজ সংসদ দখল নিয়ে বিভিন্ন হিংসা, ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়ার মত নানা ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে।

মন্দাক্রান্তা সেনের অনেক গল্পে বর্তমান সময়ের এই রাজনৈতিক বাস্তবতা কীভাবে ধরা পড়েছে তা আলোচনা করে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। উল্লেখ্য যে, এই আলোচনার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত গল্পগুলিকে, তথা 'কলকজা একটি গল্পের বই' ও 'অল্প কিছু গল্প' এই গল্পগ্রন্থ দুটির কয়েকটি গল্প।

Discussion

একবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে কবি হিসাবে পরিচিত হলেও মন্দাক্রান্তা সেন একজন সুনাম প্রসিদ্ধ গল্পকার। মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ও চাওয়া-পাওয়াকে তিনি গল্পের বিষয় করে তুললেছেন। সমাজে বহমান নারী নির্যাতন, রাজনৈতিক নোংরামি, বিষমদে মানুষের মৃত্যু, লটারির নেশায় জীবনের সর্বস্ব হারানোর বেদনা, সমকামিতার সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্কে ফ্ল্যাট, রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল আক্রমণ, বিবাহিত জীবনে ত্রিকোণ সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় তাঁর ছোটগল্পে ফুঁটে উঠেছে। নিজের গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে 'কলকজা' গল্প গ্রন্থে জানিয়েছেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 56 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দিলদরিয়ার মাঝে দ্যাখো আছে মজার কারখানা। সেই কারখানার কলকব্জাটিকেই বিধৃত করা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে। কখনও মানুষের জীবন ও তার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির সংস্পর্শজনিত আনন্দ ও যন্ত্রণা, কখনও বা মানুষের মাথার ভেতরকার সমান্তরাল পৃথিবীর গূঢ় বিবরণ এসকল নিয়েই বুনে উঠেছে এই গ্রন্থের গল্পগুলি। এর কিছু রচনায় আছে নিরপেক্ষ সত্য পর্যবেক্ষণমাত্র, আবার কোনও সময় লেখকের আবেগ ও মতামতও ব্যাবহৃত হয়েছে, যা নিতান্ত গল্পটির প্রয়োজনে, অথবা বলা ভালো গল্পের দাবিতেই। সব মিলিয়ে, এই গল্পের বই-এর প্রতিটি পাতায় আছে মানুষ ও জীবনকে খুঁড়ে দেখার চেষ্টা। এ কাজ কতটা সফল হয়েছে তা পাঠকের দরবারে বিচার্য।"[১]

'হৃদয় অবাধ্য মেয়ে' (১৯৯৯) কাব্যের মধ্যদিয়ে পথ চলা। ছোটগল্প লেখার প্রচেষ্টা ২০০৮ সালে পৌঁছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি প্রায় একশোটির মত ছোটগল্প রচনা করেছেন। সর্বমোট চল্লিশটি গল্প দুটি গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কলকব্জা একটি গল্পের বই' ও দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থটি 'অল্প কিছু গল্প'।

গণতন্ত্রের উদ্ভব আজ প্রায় ১৫ শত বছর পূর্বে গ্রীস নগর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে।[২] রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো দৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা তার প্রয়োগের ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রক্রিয়া কার্যকরী বাস্তব নয়, আর্থ-সামাজিক ধারার মধ্যেও ক্রিয়াশীল।

ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জনগণ তাদের মত প্রদানের মাধ্যমে দেশনেতাকে নির্বাচিত করেন। এই দেশনেতারাই দেশকে পরিচালনা করে চলেছেন। সংবিধানের ধারা মান্য করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাতৃভূমিকে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় ক্ষমতা লোভের আশায় রাজনৈতিক নোংরামির ঘটনা চোখে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কিছু মানুষের মধ্যে এই নোংরামি দেখা যায়। সুন্দর রাজনীতি আজ কিছু মানুষের জন্য কলঙ্কিত। যত দিন যাচ্ছে ততই এই নোংরামির ছবি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন অবস্থানে মানুষকে ভুল পথে চালনা করা হয়। কিছু অমানবিক রাজনৈতিক নেতা মানব মনে এক ধরনের বিরোধিতার সৃষ্টি করে। ফলতঃ মানুষ তার মানবিকতা ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ও রেষারেষির কাজে লিপ্ত হয়। একবিংশ শতকেরও মানুষ এই রেষারেষিকে ভুলে গিয়ে মানবিকতার জয় ঘোষণা করতে পারে না। বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা অপর পক্ষের লোককে অনেকটা শত্রুতার চোখে দেখে। সেই কারণে ভিন্ন দুই মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় কোন কোন পরিবারের বা বন্ধুত্বের সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরে। কখনো কখনো তা দুজন নারী-পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্কের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নানা ধরনের চক্রান্তের শিকার হতে হয় সাধারণ ভোটারকে। রাজনৈতিক দাঙ্গার ফলে মানুষের মৃত্যু, পাশাপাশি কার কার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যেন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের জীবনে যা এক ধরনের জড়তা নিয়ে আসে।

মন্দাক্রান্তা সেনের অনেক গল্পে বর্তমান সময়ের এই রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্র ধরা পড়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতির সঙ্গে তিনি গভীর ভাবে সংযুক্ত হওয়ায় সেই বাস্তবতা ফুঁটিয়ে তুলতে পেরেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। 'দুর্ঘটনার খবর' গল্পে বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা রাজীব চক্রবর্তী নিজের দলের রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। 'প্রজন্ম' গল্পে একজন নাগরিকের ভোট না দিতে পারা যে কতটা যন্ত্রণা তা লেখিকা দক্ষতার সঙ্গে ফুঁটিয়ে তুলেছেন অপরেশ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। 'রেলগাড়ি' গল্পের নায়ক আনোয়ারকে রাজনৈতিক দাঙ্গার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল তার মা। 'যা হারিয়ে যায়' গল্পের কথক তার বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে সমকামী সম্পর্কে আবদ্ধ, কিন্তু উভয়ে রাজনৈতিক দিক থেকে ভিন্ন ভাবধারায় বিশ্বাসী হওয়ায় এখন কথকের আর তাকে সহ্য হয় না।

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ কলেজগুলিতে ছাত্র রাজনীতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্ররাও রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষাঙ্গনে দেখা যায় নানা ধরনের হিংসার ছবি। বৃদ্ধি পেয়েছে ছাত্রদের মধ্যেও বিভিন্ন অমানবিক আচরণ ও রাজনৈতিক রেষারেষি। কলেজ সংসদ দখল নিয়ে বিভিন্ন দাঙ্গা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। অন্যদিকে কলেজে সংসদ দখলে থাকা একপক্ষের ছাত্র ও বিরোধী পক্ষের ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুসুলভ আচরণ খুব কম দেখতে পাওয়া যায় –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 56 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'অতলান্ত' : 'অতলান্ত' গল্পে কলেজের দুই পক্ষের ছাত্রদের মাঝে রেষারেষির ছবি ধরা পড়েছে। গল্পের কথক ও অতলান্তের ভালোবাসার সম্পর্কের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনীতি। গল্পের কথক এস.এফ.আই হওয়ায় ছাত্রপরিষদের অতলান্তের সাথে তার সম্পর্কের ফাঁটল ধরেছে আলাদা রাজনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী হওয়ায়। –

> "অতলান্তদা রাজনীতি করত ছাত্রপরিষদ। যার জন্য অতলান্তদার প্রতি প্রেম আমাকে আরও বেশি গোপন রাখতে বাধ্য হতে হয়েছিল, কেননা, আমিও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম, এস এফ আই।"[৩]

রাজনৈতিক দিক থেকে অন্য সংগঠনের বলে কলেজে নবীনবরণ উৎসবে তার গান গাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কথকের সংগঠনের দাদা-দিদিরা ও তার প্রেমিক অনুপম তাকে বারবার বাধা দেয় গান না করার জন্য। –

> "তুই আমাদের মেয়ে হয়ে ওদের ফ্রেশার্সে গান গাইবি!"[৪]

কথকের বন্ধুরা রাজনীতির উর্দ্ধে গিয়ে আপন করে নিতে পারেনি। এই ছবি শুধুই গল্পের কথকের কলেজের নয়, অসংখ্য কলেজে এই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মনেও কাজ করে রাজনৈতিক হিংসা। তারা কলেজের অনুষ্ঠানকে বিরোধী পক্ষের বলে আপন করে দিতে পারেনা। ছাত্র হয়েও তারা অমানবিক আচরণের প্রমাণ দেয়। গল্পের কথক অনুভব করেছে -

> "আজ রাজনৈতিক মেরুকরণের শিকার আমিও।"[৫]

কিন্তু কলেজের এই পরিসরে এই বিরুদ্ধ ভাব বোকামি, সেটা অনুভব করতে পারে না

'বিস্মিত সম্পর্ক এক' : 'বিস্মিত সম্পর্ক এক' গল্পটিতে কলেজ রাজনীতির অন্য এক দিক ধরা পড়েছে। গল্পে কথকের মেডিক্যাল কলেজে পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ সক্রিয়। দুই পক্ষের মধ্যে সবসময় ঝামেলা হয়ে থাকে। এই ঝামেলা প্রবেশ করে হোস্টেলে। –

> "আমাদের কলেজের রাজনীতিতে পক্ষ এবং বিরোধীপক্ষ জাজ্বল্যমান। সব সময় কাজিয়া চলছে কলেজ প্রাঙ্গনে এবং হোস্টেলে।"[৬]

পাশাপাশি নায়ক কল্লোল ও নায়িকা মালবিকার ভালোবাসার সম্পর্কের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনীতি। রাজনীতির দিক থেকে তারা দুই আলাদা ভাবধারায় বিশ্বাসী হলেও পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসেছিল। রাজনীতি তাদের মনের মাঝে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু কলেজের অনেকে তাদের ভালোবাসাকে সহজ ভাবে নিতে পারেনি। কথক জানিয়েছেন তার বন্ধু-বান্ধব ও দাদা-দিদিরা বাধার চেষ্টা করেছিল –

> "আমাদের পক্ষের বন্ধুবান্ধব দাদাদিদিরা আমাকে ফেরাতে চেষ্টা করত। খিস্তি না মেরে বলত, তুই ওই বোকাটার সঙ্গে মিশিস! কেন! জানিস না ও অমুক পার্টির!"[৭]

এক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধব ও দাদা-দিদির মনে কাজ করেছে রাজনৈতিক হিংসা। 'অতলান্ত' গল্পের নায়িকার মতো আলোচ্য গল্পের নায়ক কল্লোলও রাজনৈতিক মেরুকরণের শিকার। গল্পের নায়ক বিরোধী পক্ষ বলে তার কবিতা ওয়াল পত্রিকায় নিতে চায়নি অন্য পক্ষের ছাত্ররা। এদের মধ্য দিয়েই ফুঁটে উঠেছে বর্তমান সময়ের কলেজ রাজনীতির বাস্তব চিত্র।

কল্লোল ও মালোবিকার কলেজেই শুধু পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ সক্রিয় নয়, তাদের কলেজেই শুধুমাত্র ঝামেলা ও মারামারি লেগে থাকে না। বর্তমান দিনে অনেক কলেজেই এই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। অতলান্ত বা কল্লোলদের কলেজ যেন অন্য সমস্ত কলেজ গুলির প্রতিনিধিত্ব করেছে। 'বিস্মিত সম্পর্ক এক' গল্পের নায়ক কল্লোল ও নায়িকা মালবিকা সেই সব চরিত্র গুলির প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করছে, যাদেরকে কলেজে রাজনৈতিক ঝামেলার শিকার হতে হয়।

'প্রজন্ম' : বিশ্ব রাজনীতির একটি বড় দিক রাজনৈতিক শত্রুতা। ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকেরা অন্য দলের লোকের উপর এই শত্রুতা করে থাকে। আর এই শত্রুতা বশতঃ অনেক সময় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। বিরোধী পক্ষের ভোটকে দূর্বল করে দিতে। ভোট না দিতে পাওয়া যে কতটা বেদনাদায়ক তা আদর্শ ভোটাররাই জানেন। আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায় পঞ্চায়েতি কিংবা বিধানসভা কিংবা লোকসভা বা অন্য নানা ধরণের ভোটকে কেন্দ্র করে। 'প্রজন্ম' গল্পে লেখিকা বর্তমান সমাজের এই রাজনৈতিক নোংরামির বাস্তবতাকে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। তিনি তুলে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 56 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধরেছেন ভোট না দিতে পারা একটি পরিবারের কাহিনিকে। অপরেশ কুমার মিত্র ও তার স্ত্রী মীরা মিত্র গত তিরিশ বছর ধরে নিজের ভোট দিয়ে আসছিল। কিন্তু বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম কেঁটে দেওয়া হয়।

অবসরপ্রাপ্ত অপরেশ কুমার মিত্র সাধারণ নাগরিক এবং একজন আদর্শ ভোটার। তার স্ত্রী মীরা মিত্রও স্বামীর মত একজন আদর্শ ভোটার নাগরিক। আঠাশ বছরের ছেলে মৈনাক মিত্র ও চব্বিশ বছরের মেয়ে চৈতালি মিত্রকে নিয়ে সংসার। রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে এলাকার পুরনো বাসিন্দা হিসাবে সকলে তাকে সম্মান করে। নাগরিক হিসাবে তিনি দায়িত্ব পরায়ণ ও নিজের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন। এই সচেতনতা বশতই ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেননি। কিন্তু কোন এক বিধানসভা ভোটের কিছুদিন আগে অপরেশ বাবু জানতে পারে, ভোটের জন্য তৈরি ভোটার তালিকা থেকে তার ও স্ত্রী মীরার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কথাটা শুনে তার বুকের ভিতর যেন কেমন করে ওঠে, তিনি ব্যপারটা বিশ্বাস করতে পারেননি। লেখিকা জানিয়েছেন –

> “এই বিধানসভা কেন্দ্রের তিরিশ বছরের ভোটার তালিকা থেকে অদ্ভুতভাবে মুছে গেছে দুটি নাম, অপরেশ কুমার মিত্র ৬৩ এবং মীরা মিত্র ৫৮।”[৮]

শুধুমাত্র তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়নি, বাদ দেওয়া হয়েছে অনেকের নাম। অপরেশ বাবুর প্রতিবেশি সান্যালদের বাড়ি থেকেও নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সাধারণত এধরনের কাজ সাধিত হয়ে থাকে সরকার পক্ষের লোকের দ্বারা বিরোধী পক্ষের লোকের উপর। জোর করে বিরোধীকে দূর্বল করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট কিছু ভোট বাদ দেওয়া হয়। গল্পে অপরেশ বাবুর স্ত্রীকে বলা কথার মধ্য দিয়ে জানা যায় –

> “বোঝ, বোঝ চালাকিটা। ওরা জানে এবারের ভোটতা কী ভাইটাল, আর এ-ও খুব ভালো করেই জানে যে তুমি আমি কাকে ভোট দিব, ঐ জন্যেই আমাদের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে...।”[৯]

ভোট না দিতে পাওয়ার ফলে একজন আদর্শ ভোটারের যে যন্ত্রণা তা লেখিকা অপরেশের মধ্য দিয়েই তুলে ধরেছেন। অপরেশবাবু মনে এক মুহূর্তর জন্য শান্তি খুজে পায়নি। ভোটের আগের রাত্রি ঘুমও হয়নি। তিনি অনুভব করেন–

> “তিনি নেই, তিনি একজন অস্তিত্বহীন নাগরিক- এই অপমান কী করে সহ্য হবে? সামনের রাস্তা দিয়ে পাড়ার লোকেরা কেউ সদম্ভে, কেউ সকৌতুকে, কেউ সোল্লাসে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে যাবে, আর তিনি, নাগরিক তালিকা থেকে বিচ্যুত একজন; নামহীন আত্মার মত নিঃশব্দে ছটফট করবেন।”[১০]

অপরেশ বাবুর মনের এই অবস্থা শুধু তার একার নয়, এ যন্ত্রণা যেন সমস্ত ভোট না দিতে পারা আদর্শ ভোটারের যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। যাদের নাম ঠিক ভোটের প্রাক-মুহূর্তে বাদ দেওয়া হয়। অপরেশ বাবুর, তার স্ত্রী মিতা মিত্রের ও তাদের প্রতিবেশী সান্যালদের বাড়ির লোকেদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনা শুধু গল্পের মাঝেই আবদ্ধ নয়। তাদের মধ্য দিয়েই ধরা পড়েছে সমাজের রাজনৈতিক নোংরামির চিত্র।

‘দূর্ঘটনা খবর’ : ‘দুর্ঘটনা খবর’ গল্পটিতেও অন্য এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের চিত্র ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে এক ভাবধারায় বিশ্বাসী কোন রাজনৈতিক দলের নিজের লোকেদের মধ্যে শত্রুতা। অনেক সময় ষড়যন্ত্র করে নিজের দলের লোকেরাই বা নেতারাই বদনামে ফাঁসিয়ে দেয় অন্য কোন আদর্শ ও বলিষ্টবান রাজনীতিবিদকে। রাজনৈতিক চক্রান্তের দ্বারা একজন আদর্শ নেতাকে কেমন করে ফাঁসিয়ে দিয়ে তার সম্মানকে শেষ করে দেওয়া হয়, সেই ছবি ফুঁটে উঠেছে আলোচ্য গল্পটির মধ্যে।

রাজীব চক্রবর্তী একজন আদর্শ ও বলিষ্টবান রাজনীতিবিদ। তিনি শুধু একজন আদর্শ রাজনৈতিক নেতা নন, পাশাপাশি একজন আদর্শ পিতা, স্বামী ও সন্তান। রাজীব বাবুর সঙ্গে বুধাদিত্যের আলোচনা অফিসের কোন এক কাজের সূত্রে। তিনি তখন ডেপুটি মেয়র, খুব পাওয়ারফুল লোক। একদিন সকালবেলা বুধাদিত্যের স্ত্রী চন্দ্রিমা খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারে রাজীব চক্রবর্তী জেলে। মধুচক্রের আসর থেকে ধৃত। কিন্তু বুধাদিত্য এই মধুচক্রের খবরটাকে বিশ্বাস করতে পারে না। বারবার খবরের কাগজটি পড়তে থাকেন। জানা যায় রাজীব চক্রবর্তী এখন জেলে। ওনার সঙ্গে বাকি যারা ধরা পড়েছিল তারা সবাই জামিনে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এটা কেন হল তা বুধাদিত্য ঠিক বুঝতে পারে না। তার মনে অনেক

প্রশ্ন জাগে। বুধাদিত্য ভাবেন অন্যরা জামিন পেলেও রাজীব বাবু কেন জামিন পাননি। তাছাড়া মধুচক্রে ফুর্তি করাটা কী জামিনযোগ্য অপরাধ নয়? ফলত মনে রাজনৈতিক চক্রান্তের সন্দেহ হতে থাকে –

> "বুধাদিত্যর সন্দেহ হতে থাকে। ঘটনাটা কোন রাজনৈতিক চক্রান্ত-টক্রান্ত নয় তো! রাজীবদাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়নি তো? এরকম ঘটনা তো ঘটে। রাজীবদার নিজের দলেরই কোন অন্তর্ঘাত হতে পারে।"[১১]

সন্দেহ আরো জোরালো হয়ে ওঠে, যখন জানতে পারে রাজীব বাবুর দলের লোকেরা তাকে না জানিয়ে, তরিঘড়ি দল থেকে বহিষ্কার করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। বুধাদিত্য একবার খুব পরিস্কার করে ভেবে দেখতে চায়। কথক অনুভব করেন রাজীবদা বলতে পারেনি –

> "এ সবই বিরাট ষড়যন্ত্র। আমায় ফাঁসানোর চেষ্টা। আমরা সবাই একই রাজনৈতিক দলের কর্মী। শহরের বাইরে নিরিবিলিতে আমাদের একটা দলীয় বৈঠক চলছিল, নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই সব মধুচক্র-টধুচক্র সমস্তই মিথ্যে প্রচার। আমাদের রাজনৈতিক শত্রুদের ঘৃণ্য রুচিহীন চাল..."[১২]

আমাদের দেশের রাজনীতিতে এমন ঘটনা অনেক ঘটতে দেখা যায়। মন্দাক্রান্তা সেন একজন সমাজ সচেতন লেখিকা হিসাবে বুধাদিত্যবাবুর অনুভবের মধ্যে দিয়ে সমাজের এই সত্যকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছেন। 'দুর্ঘটনা খবর' গল্পের রাজীব বাবু শুধুমাত্র সমাজের এই সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যাদেরকে নিজের দলের লোকের কাছে রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হতে হয়।

'রেলগাড়ি' : রাজনীতির একটি অন্যতম ঘৃণ্য দিক হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা ধরনের রাজনৈতিক দাঙ্গা। দাঙ্গার বেশি প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের উপর, কোন রাজনৈতিক নেতার উপর নয়। রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে অনেক সাধারণ লোকের মৃত্যু ঘটে এবং অনেক মানুষ ঘর ছাড়া হতে বাধ্য হয়। এক পক্ষের সঙ্গে অন্য পক্ষের গোলাগুলির ফলে অনেক লাশ যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তেমনি এক রাজনৈতিক দাঙ্গার উত্তেজক রূপ ধরা পড়েছে 'রেলগাড়ি' গল্পে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনোয়ার নিজে এবং তার গ্রাম কেশবগঞ্জ রাজনৈতিক দাঙ্গার শিকার। তাদের গ্রামের দাঙ্গার ফলে যেখানে সেখানে লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

কেশবগঞ্জ এলাকার অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের ছেলে আনোয়ার। অন্য আট-দশটা ছেলের মতই স্বপ্ন দেখতে খুব ভালোবাসে। জীবনটাকে কোন কোন সময় রেলগাড়ির সঙ্গে তুলনা করে স্বপ্নের ঘোরে। রেলগাড়ির মতই ছুটে চলেছে নদী থেকে বনে। একদিন তাদের গ্রামে রাজনৈতিক দাঙ্গা বাধে। দাঙ্গার গোলাগুলির ফলে জমির যেখানে সেখানে লাশ পড়ে থাকে। লেখিকা জানিয়েছেন -

> "রাতের বেলা পাহারা চলত। সকাল বেলা দেখা যেত বিপক্ষের গুলিতে আলের ওপরেই লাশ পড়ে আছে।"[১৩]

সকাল বেলা দেখা যেত লাশের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা বইছে নালার দিকে। মায়ের পরামর্শে কেশবগঞ্জ থেকে খিদিরপুরে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় আনোয়ার। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় বা মায়ের ইচ্ছায় পালিয়ে আসেনি, সময় তাকে পালাতে বাধ্য করেছিল। লেখিকা জানিয়েছেন –

> "আনোয়ার কোন দলে ছিল না, পালিয়ে আসা ছাড়া তার কিছু করাও ছিল না। রাজনীতি কর চাই না কর, দাঙ্গা বাধলে জোয়ান ছেলেরাই আগে মরে।"[১৪]

বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক দাঙ্গার ফলে কত যুবক মারা যাচ্ছে, তার কোন হিসেব নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে এমন দাঙ্গা অনেক লক্ষ্য করা যায়। কখনো বিরোধী দলের সঙ্গে, কখনো বা একই দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এই দাঙ্গা হয়ে থাকে। কিন্তু এর ফল অত্যন্ত ভয়ানক। দাঙ্গা বাঁধলে আনোয়ারের মতোই জোয়ান ছেলেরা আগে মরে। ব্যক্তিগত জীবনে আনোয়ার কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবুও ফল ভুগতে হয় অনেক অরাজনৈতিক মানুষকেও। আনোয়ার যেমন আলোচ্য গল্পে দাঙ্গার শিকার হয়েছে, তেমনি বর্তমান সময়ে এমন অনেক আনোয়ারকে এর শিকার হতে হয়। আনোয়ার সমাজের এই সব মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছে।

কেশবগঞ্জে দাঙ্গা বাঁধলে আনোয়ার ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তার এই পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা বেশি দিন আগের নয়, আট মাস আগের ঘটনা। এই দাঙ্গা অনেক মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। এক পক্ষের লোকের হাতে যেমন আর এক পক্ষের মৃত্যু ঘটে, তেমনি মানুষ বাড়ি-ঘড় ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। লেখিকা জানিয়েছেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 56 - 62
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "রাজনৈতিক দাঙ্গা। পাশাপাশির মধ্যে গ্রামকে গ্রাম উজার হয়ে গেল কয়েকদিন। যারা প্রাণে বেঁচেছিল আনোয়ারেরা কয়েক ঘর, বাড়িঘর ফেলেরেখে সবাই পাশের জঙ্গলে পালিয়ে গেল।"[১৫]

দাঙ্গার স্থানে সকাল বেলা দেখা যেত বিপক্ষের গুলিতে লাশ পড়ে আছে। বর্তমান দিনে আমরা কেশবগঞ্জের মতো এমন অনেক স্থানের কথা জানতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আজকের দিনে টিভিতে চোখ রাখলেই দেখতে পাই গোটা দেশে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে বিভিন্ন ভোটকে কেন্দ্র করে নানা রাজনৈতিক দাঙ্গার খবর।

আসলে একবিংশ শতকের একজন অন্যতম সমাজ সচেতন সাহিত্যিক মন্দাক্রান্তা সেন। তিনি সমসাময়িক সাহিত্যিকদের চাইতে অনেক বেশি এগিয়ে রাজনৈতিক নোংরামিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য ডাক্তারি ও সাংবাদিকতা ছেড়ে দেওয়াও সার্থক। মানুষ ও জীবনকে খুঁড়ে দেখার চেষ্টাতেও তিনি সক্ষম।

সমাজ সচেতন সাহিত্যিক হিসাবে তিনি মানুষকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারেন নি, সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন - মানুষের কথাই ফুঁটে ওঠেছে তাঁর সাহিত্যকৃতিতে। তাইতো আসামের তিনসুকিয়ায় বাঙালি হত্যার প্রতিবাদে নিজের ফেইসবুক ওয়ালে লেখেন -

> "কী ছিল ওদের পরিচয়? ওরা বাঙালী?
> সেই অজুহাতে তোদের দু'হাত রাঙালী!...
> যেই হও তুমি, তোমার জন্যে নেই মাপ
> তোমাকে পোড়াবে আমার ক্ষুব্ধ সন্তাপ।"[১৬]

সেই সোচ্চার শুধু কবিতার মাঝেই থেমে থাকে না, ধ্বনিত হয় আজকের দিনে লেখা ছোট-গল্পগুলিতেও। একজন পাঠক ও গবেষক হিসাবে তাঁর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্পগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, বর্তমান সময়ের রাজনীতির অঙ্গনে মানুষের অমানবিকতা তিনি আরও সুন্দর করে অঙ্কন করে চলেছেন।

উল্লেখ্য যে অনেকেই তাকে রাজনৈতিক দিক থেকে জানলেও রাজনীতির বেড়াজাল তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। বরং রাজনীতি তাকে ভাষা দান করেছে। আমাদের দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন –

> "রাজনীতি আমাকে মেলতে সাহায্য করে, আমি রাজনীতি থেকে অনেক প্লট খুঁজে পাই।"[১৭]

এভাবেই তিনি পৌঁছে গিয়েছেন সংবেদনশীল পাঠক মনের গভীরে। যা পাঠককে নতুন করে ভাবতে শেখায়। জানান দেয় কাহিনি ও রসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সময়ের ভাষাকে। যা আগামীর চোখে ও মনে রস। ভাবনায় ইতিহাসের দলিল।

Reference:

১. সেন, মন্দাক্রান্তা; 'কলকজা একটি গল্পের বই', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪ ভূমিকা অংশ।
২. গুপ্ত, শ্যমলী ও দাশগুপ্ত অনুশীলা, রাজনীতি ও সাহিত্য শিল্পের অঙ্গনে নারী, এন. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৬
৩. সেন, মন্দাক্রান্তা; 'কলকজা একটি গল্পের বই', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪ পৃ. ৪৫
৪. তদেব, পৃ. ৫০
৫. তদেব, পৃ. ৫১
৬. তদেব, পৃ. ১৬১
৭. তদেব
৮. তদেব, পৃ. ২৪৫
৯. তদেব, পৃ. ২৪৯
১০. তদেব, পৃ. ২৫৩
১১. তদেব, পৃ. ৩৭

১২. তদেব, পৃ. ৩৮

১৩. তদেব, পৃ. ৫৩

১৪. তদেব, পৃ. ৫৩

১৫. তদেব, পৃ. ৫৩

১৬.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid045tuJBvMfyUoXZ3m7CYh8QcJauDUgvmfVm9deha76uBAq3X1nmbvU8Ay9AJx3U3Zl&id=100001966098363&mibextid=Nif5oz

১৭. সাক্ষাৎকার, তারিখ - ০৬/০৮/২০১৮, সময়- ১.৩০-৫.৩০ (দুপুর), স্থন- ৫৯/৫ প্রিন্স বখতিয়ার শাঁ রোড, কলকাতা, লেখিকার নিজ বাসভবন।